আর ডি বনশল নিবেদিত

রূপভারতী ফিল্মস্-এর

রঙ্কন মূল্য

পরিচালনা নির্মল মিত্র

রূপ-ভারতী ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেডের অবদান

কাঞ্চন-মূল্য

(বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার' প্রাপ্ত উপন্যাস)

চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ও নির্মল মিত্র

প্রযোজনা : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসিত মণ্ডল

সঙ্গীত পরিচালনা : নির্মলেন্দু চৌধুরী

চিত্রশিল্পী : রামানন্দ সেনগুপ্ত
সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী : মৃণাল গুহঠাকুরতা
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
সুজিত সরকার
শিল্পনির্দ্দেশনা : সুনীল সরকার
রূপসজ্জা : মদন পাঠক, নিতাই সরকার
ব্যবস্থাপনা : পরেশ চক্রবর্ত্তী
স্থিরচিত্র : তরুণ গুপ্ত, আশু সেন

সজ্জা : কার্ত্তিক লঙ্কা
আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য
রসায়ণাধ্যক্ষ : কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়
প্রচার পরিচালনা : বিমল দে
প্রধান কর্মসচিব : সুবোধ মুখোপাধ্যায়
গীতিকার : হেমাঙ্গ বিশ্বাস
কণ্ঠ সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
মিণ্টু দাশগুপ্ত

সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনা : নৃপেণ গঙ্গোপাধ্যায় ও
বিবেক বক্সী
চিত্রশিল্পী: কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, পিণ্টু দাশগুপ্ত
শচীদুলাল মুখার্জ্জী
শব্দযন্ত্রী : রবীন সেনগুপ্ত, কালী ও
মহাদেব
সঙ্গীত : অমর রায়

সম্পাদনা : রবীন সেন
ব্যবস্থাপনা : সুরেণ ও ভগীরথ
শিল্পনির্দ্দেশ : রবি দত্ত
আলোক সম্পাত : ভবরঞ্জন, অনিল,
সুভাস।
প্রচার : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

টেক্‌নিসিয়ান্স ও নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত
ও
বেঙ্গল ফিল্মস্ লেবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন :—শ্রী ও শ্রীমতী মধু গুপ্ত, নিত্যরঞ্জন চৌধুরী

রূপায়ণে—

ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ কুমার, পারিজাত বসু, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রঃ, চন্দ্রশেখর দে, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, শ্যাম লাহা, দেবী নিয়োগী, কালী চক্রঃ, চণ্ডী চক্রঃ, রসরাজ চক্রঃ, সুশীল চক্রঃ, ভানু ঘোষ, ঋষি বন্দ্যোঃ, গোপাল দে ও প্রেমাংশু বসু।

বাসবী নন্দী, রাজলক্ষ্মী, অর্পণা দেবী, গীতা দে, (অতিথি) আশা দেবী, মনোরমা (বড়) ও গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়।

— লেখকের কথা —

স্বরূপ মণ্ডল অনেকদিন থেকে অনেকগুলি গল্প আমায় শুনিয়েছে……। ……তার ভাষা নিজের, তার জীবন-বাদ নিজের, যে-যুগকে সে নিজে অশীতি-বৎসরের জীবনে ধারণ ক'রে রয়েছে সেটাও সুদূর-অতীত,—সব মিলিয়ে স্বরূপ খানিকটা উদ্ভট।

উদ্ভট বলেই স্বরূপ আমায় টানেও ; তাই থেকেই, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই আমার ইচ্ছা তার শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় - এবং তাই থেকেই এই সুদীর্ঘ কাহিনীটির অবতারণা।

ব. ভ. ম.

স্বরূপের গল্প

তামাকের ধোঁয়া উদ্গীরণ ক'রতে ক'রতে তার কাহিনী সুরু করে স্বরূপ মণ্ডল,—"আপনি ব্রাহ্মণ তুজ্জন মনিষ্যি দা'ঠাকুর, ভরসা করে কিছু বলতে পারিনে, কিন্তু বর-ক'নে না হলে বিয়ে হবে না, কৈ এমন কথা শাস্তোর তো কোথাও ধ'রে দেয় নি।" নিজের যুক্তির প্রমাণ দিতে যেয়ে স্বরূপ মেলে ধরে উনবিংশ শতাব্দীর 'মসনে' গাঁয়ের ইতিহাস,—যার পাতায় লেখা রয়েছে কত বিচিত্র কাহিনী। আর সে কাহিনীর নায়ক নায়িকাদেরও বা কি বিচিত্র স্বভাব! অনাদি ঠাকুর, দিদিমণি নেত্য, ব্রেজঠাকরুণ, হাড়কেপ্পন রাজীব ঘোষাল, গাঁজাখোর ছিরু, ছোট চৌধুরী দেবনারায়ণ প্রভৃতিকে আজও ভুলতে পারেনি স্বরূপ মণ্ডল।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের ধাক্কা মসনে গাঁয়েও আলোড়ন এনে দিল। সধবা পার্টি ও বিধবা পার্টির দলাদলির মাঝে 'নিব্বিরোধী' অনাদিঠাকুর বেসামাল হয়ে পড়লেন কারণ গাঁয়ের প্রথম বিধবা বিবাহ তারই পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত হ'ল। সধবা পার্টির দলবদ্ধ আক্রমণ যখন তাকে ঘেরাও ক'রল তেমনি সময় রঙ্গস্থলে আবির্ভূত হলেন অনাদি ঠাকুরের বড় শ্যালিকা ব্রজঠাকরুণ।—নাটকের মোড়ও ঘুরে গেল,—ঘটনা শুনে বলে

উঠলেন, 'ব্রেজবামনী তার বোনায়ের সঙ্গে বিধবা বিয়ে করতে যাচ্ছে—যে মন্দ হবে এসে বাগড়া দিক্'—কথা শুনেই জায়গা সাফ—আর অনাদি ঠাকুরও অন্তর্ধান হলেন বিধবা বিবাহের ভয়ে।

কিন্তু ঘর থেকে অন্তর্ধান হলেও সুদখোর রাজীব ঘোষাল তাকে রেহাই দিল না। অনাদি ঠাকুরের স্ত্রীর মৃত্যুর দেনা তখন সুদে আসলে মোটা অঙ্কেই দাঁড়িয়েছে—যা শোধ করা তার সাধ্যাতীত। কিন্তু রাজীব ঘোষালের দৃষ্টি টাকার পরিবর্ত্তে নেত্যর উপরই বেশী ছিল। নিজের গুলিখোর পুত্র হিরুর সঙ্গে নেত্যর বিবাহের পরিকল্পনা তিনি পূর্বেই করেছিলেন।

অন্যদিকে ঘটে যায় এক অদৃশ্য কাহিনী। ঝড় জলের রাতে জমিদার দেবনারায়ণ এসে আশ্রয় নেয় ভাঙ্গা মন্দিরে। বালক স্বরূপ লুকিয়ে দিদিমণির শাড়ি এনে দেয় কিন্তু ফেরৎ দেবার সময় ধরা পড়ে যায় ব্রেজঠাকরুণের কাছে...

রাজীব ঘোষালের দাবীও চরমে পৌঁছায়, শুভকাজ আর বিলম্ব করা চলবে না। অসহায় অনাদি ঠাকুরকে বিবাহে সম্মতি দিতে হয়। মহাসমারোহে সাঙ্গপাঙ্গসহ গুলিখোড় ছিরু ঘোষাল বিবাহ সভায় উপস্থিত হল,—মন্ত্রপাঠও সুরু হ'ল। 'ক'নে নিয়ে এস। কিন্তু কোথায় ক'নে? ক'নে নেই। এখন উপায়? এগিয়ে এলেন ব্রেজঠাকরুণ—"কনে নেই তা হয়েচে কি? মূল্যটা ধরে নিয়ে মন্তর পড়ে মালা-বদল করে নেওনা, তোমাদের মুয়ে আগুন।"

সোনার অভাবে কাঞ্চন-মূল্যের ব্যবস্থা আছে না শাস্ত্রে?

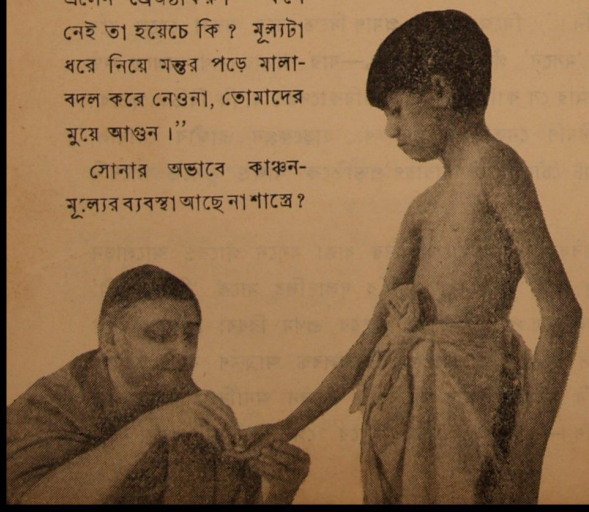

সঙ্গীতাংশ

(১)

দয়াল গুরুগো—
আমি দুঃখ সহিতে পারলাম না
জনম দুঃখী কর্ম পোড়া গুরু আমি একজনা।
আমার দুঃখে দুঃখে গেল জনম গো—
গুরু সুখতো আমার হইল না,
শিশুকালে মরলো আমার মা;
গৃহ থাকতে ঘরের মায়া কিছুই পেলাম না।
আমি নিজ ভূমে পরবাসী গো—
গুরু দুঃখ আমার ঘুচল না,
জীবন নদীর নাই কিনারা-কূল;
ঘূর্ণী পাকে ঘুরে মরি আমি সোঁতের ফূল।
আমার একূল ওকূল দুকূল গেল গো—
আমার দয়াল গুরু,
ভবে নাই যে আমার ঠিকানা—।

(২)

নব্য যুগের ভব্য বাবুর ভঙ্গীতে বলিহারী—
যেমন অল্প জলে সাঁতার কেটে পুঁটি মাছের ফড়ফড়ি।
শুনুন সর্বজন, দেশে ঘটছে অঘটন,
বিধবাদের বিয়ের তরে চলছে আন্দোলন;
তারা উল্টো হাওয়ায় পাল তুলেছে বিদ্যাসাগর কাণ্ডারী।
হায় মরি কি হায় মরি—
শোনোনি চোদ্দপুরুষ যা, এবার দেখতে পাবে তা,
একটি মেয়ের বাবার হবে দশটি জামাতা।
বিধবাদের সিঁথের সিন্দুর, পরণে ঢাকাই শাড়ী
হায় মরি কি হায় মরি—
আমি কারে দেখিয়া দেব ঘোমটা গো—
নাত জামাই আমার ন্যাংটা গো—।
বাবু, এবার শুনুন ঘটনা,
নবীন দলের যদুপতির কি যে লাঞ্ছনা—
এই নিজের বৌয়ের নোয়া খোয়াতে খেল আফিম বড়ি।

হায় মরি কি হায় মরি—
তবুও যদুপতির মরণ হ'ল না,
তখন বাপ শ্বশুরে তারা মিলে দুজনায়,
পরের কাছে মেয়ে দিতে করে মন্ত্রণা।
যদুপতি লম্ফো দিয়ে ধরে বৌয়ের শাড়ী—
নব্য বাবুর দশা দেখে কোলা ব্যাঙে হাসে,
ঘরের কোণায় হুলো বেড়াল গলা ছেড়ে কাশে।
তাইতো বলি নব্য বাবু কেন কর ভুল,
জাম গাছে ধরে না আম নিম গাছে তেতুল।
হিন্দুর শাস্ত্র বিধি সনাতন আছে সর্ব্বপরি,
হায় মরি কি হায় মরি।

(৩)

নিত্য হতে লীলা হল-বিন্দু হতে কায়া,
তাহাতে জন্মিল আদ্য শক্তি মহামায়া -
দেবী ত্রিগুণময়ী।
দেবী ত্রিগুণময়ী দেখ চাহি ত্রিগুণে তিন দেব,
সত্ব রজতম গুণে ব্রহ্মা বিষ্ণুশিব -
বিষ্ণু চারি অংশে।
বিষ্ণু চারি অংশে রঘু বংশে জন্মে নারায়ণ,
পিতৃ সত্য পালিতে যান শ্রীরাম লক্ষণ -
তথা ত্রেতা যুগে।
তথা ত্রেতা যুগে রাবণ সনে বিবাদ ঘটিল,
মায়া মৃগ হয়ে মারীচ রামের মন ভুলাইল -
মৃগ মারিবারে।
মৃগ মারিবারে যান দূরে শ্রীরাম লক্ষণ,
আর শূণ্য গৃহে পাইয়া সীতা হরিল রাবণ—
তুলে রথোপরি।
তুলে রথোপরি শূণ্যে চলে লঙ্কাপুরে যায়,
তাহা দেখে জটাই পক্ষী সম্মুখে দাঁড়ায় -
বলে নারী চোরা।
কপাল পোড়া পড়ল আমার হাতে
গালাগালি বকাবকি হইল শূণ্যেতে।
তখন পক্ষীবেটা বড় ঠেটা বৃদ্ধ বয়স হইল,
আর রাবণেরই বাণে পক্ষী চৈতন্য হারাইল।
ত্রেতা অন্তে জন্মনিলা দৈবকী উদরে,
কংস ভয়ে পলাইলা যশোদার ঘরে।

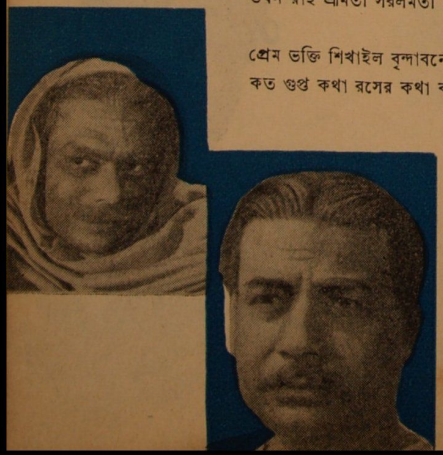

শ্যামের ভঙ্গী বাঁকা রাখাল সখা
কদম্ব তলায়—
বাজাইয়া মোহন বাঁশী গোপীর
মন ভুলায়।
তখন রাই শ্রীমতী সরলমতী কুলের
কুলবালা—
প্রেম ভক্তি শিখাইল বৃন্দাবনের কালা।
কত গুপ্ত কথা রসের কথা কতই
কথা কয়—

শ্যামের সনে লেনা দেনা মহাভাব উদয়।
মহাভাব স্বরূপিনী রাধা ঠাকুরাণী,
আর সর্বগুণ মণি কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি।
রাধার ঋণ শুধিতে ঘোর কলিতে
জন্মিলেন গোরা—
পাপী-তাপী উদ্ধারিতে প্রেমে মাতোয়ারা।
গৌর নিতাই তারা দু ভাই নাচে প্রেম তরঙ্গে
গদাধর অদ্বৈত্য প্রভু শ্রীনিবাস সঙ্গে।
তারা পঞ্চজনে এক মিলনে পঞ্চ ভাবে মও,
প্রবর্ত্তে শ্রীনবদ্বীপে শুক্র পঞ্চতত্ব।
কলির জীব তরাইতে নাম বিলাইতে
সাধ হয়েছে মনে—
অচৈতন্য দেচৈতন্য পাষণ্ড দলনে।
তখন জগাই মাধাই তারা দু'ভাই
পতিত পাষণ্ড—
অত্যাচার করে কত রাজ্য লণ্ডভণ্ড।
তখন দয়া করে নিতাই তারে গেলেন
নাম দিতে—
ডাণ্ডা তুলে মারে বাড়ি নিতাই চাঁদের মাথে।
তখন মার খেয়ে নাম দিয়ে উদ্ধারে পাতকী
এমন দয়াল এ সংসারে কভু নাহি দেখি।

(৪)

রাই জাগো—
জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রাই।
শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়া,
আছো গো রাই ঘুমাইয়া—
ঐ লোক নিন্দার ভয় কি
তোমার নাহি গো জয় রাধে,
জাগো শ্যামের মনমনোহিনী
বিনোদিনী রাই।

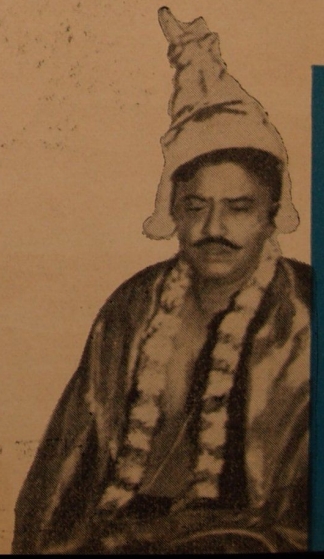

আর · ডি · বনশল প্রযোজিত

প্রতিভা বসুর

অতল জলের আহ্বান

চিত্রনাট্য · নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ

সংগীত · হেমন্তকুমার

পরিচালনা · অজয় কর

আর. ডি. বি কোম্পানীর পক্ষ থেকে সেক্রেটারী বিমল দে কর্তৃক প্রকাশিত।
ছেপেছেন ন্যাশনাল আর্ট প্রেস।